হজ কার্যক্রম ২০১৭ (১৪৩৮ হিজরি) উদ্বোধন অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

হজক্যাম্প, আশকোনা, বিমানবন্দর, ঢাকা, শনিবার, ৭ শ্রাবণ ১৪২৪, ২২ জুলাই ২০১৭

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,

প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ,

কাবার পথযাত্রী আল্লাহর মেহমানগণ,

উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

পবিত্র হজকার্যক্রম ২০১৭ (১৪৩৮ হিজরি) এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আপনারা, আল্লাহর ঘরের মেহমানগণ হজপালনের উদ্দেশ্যে পবিত্র ভূমি মক্কা ও মদিনায় যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়ে এসেছেন।

মহান আল্লাহর রাব্বুল আলামিনের কাছে নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করতে আপনারা সংকল্পবদ্ধ। দোয়া করি, সকলে সুষ্ঠু ও নিরাপদে পবিত্র হজব্রত পালন করে দেশে ফিরে আসুন।

আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি জাতীয় চার নেতা, মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদ এবং ২-লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে।

আমি গভীর বেদনা ও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে শহীদ আমার মা, তিন ভাইসহ পরিবারের সদস্যদের। পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালার কাছে তাদের রুহের মাগফেরাত কামনা করছি।

উপস্থিত হজযাত্রীগণ,

জাতির পিতা তাঁর সাড়ে তিন বছরের সরকারের সময়ে হজ ব্যবস্থাপনা উন্নত করতে বহু কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছিলেন।

কম খরচে হজ পালনের জন্য তিনি হিজবুল বাহার জাহাজ ক্রয় করেন এবং বাংলাদেশ থেকে প্রথম হজযাত্রী প্রেরণ করেন।

জাতির পিতা মুসলিম বিশ্বসহ আরব দেশগুলোর সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করেন। তাঁর দূরদর্শীতায় বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালে ওআইসি'র সদস্যপদ লাভ করে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে শুরু করে।

জাতির পিতা নিজে ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও মাদ্রাসা বোর্ড প্রতিষ্ঠা করেন। জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেন। তাবলীগ জামাতের জন্য কাকরাইল মসজিদের জন্য জমি দান করেন। টঙ্গীর তুরাগ নদীর তীরে বিশ্ব ইজতেমার জন্য জায়গা বরাদ্দ দেন।

তিনিই প্রথম আইন করে মদ নিষিদ্ধ করেন। ঘোড়দৌড় ও জুয়া বন্ধ করেন। বেতার ও টেলিভিশনে অনুষ্ঠানের শুরু ও সমাপ্তিতে কুরআন তিলাওয়াতের প্রচলন করেন।

একজন খাঁটি মুসলমান হিসেবে জাতির পিতা ইসলামের কল্যাণে অসামান্য অবদান রেখে গেছেন।

সুধিমন্ডলী,

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যখনই সরকার গঠন করেছে জাতির পিতার আদর্শ অনুসরণ করে ইসলামের কল্যাণ ও প্রসারে কাজ করেছে।

২০০৯ সালে সরকারে এসে আমরাই প্রথম পবিত্র আল কোরআনের ডিজিটাল ভার্সন চালু করে আরবি, বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় প্রচার ও প্রসারের ব্যবস্থা করেছি। মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিকায়ন করেছি। কওমী মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের মূলধারার সাথে সম্পৃক্ত করেছি।

মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম পুনরায় চালু করেছি। এতে হাজার হাজার আলেম ওলামার কর্মসংস্থান হয়েছে।

আমরা প্রত্যেক জেলা ও উপজেলায় একটি করে মোট ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণ করব।

আমাদের সরকারের সময়ে হজযাত্রী প্রতিবছর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৬ সালে হজযাত্রী ছিলেন ৪৭ হাজার ৯৮৩ জন। এবছর হজযাত্রী হলেন ১ লাখ ২৭ হাজার ১৯৮ জন।

ইনশাআল্লাহ এবার বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ সংখ্যক হজযাত্রী হজ পালন করবে।

উপস্থিত হজযাত্রীগণ,

আমি ১৯৮৪ সালে প্রথম ওমরাহ পালন করি। ১৯৮৫ সাল থেকে শুরু করে বার বার হজ পালন করেছি। যেহেতু পিতা-মাতা সবাইকেই হারিয়েছি তাই তাঁদের জন্য আমাকে বার বার বদলা হজ করতে হয়েছে।

সেজন্য হজ ব্যবস্থাপনায় সমস্যাগুলো নিজেই অনুধাবন করেছি। তাই যখনই সরকার গঠন করেছি সে সমস্যাগুলো সমাধানে পদক্ষেপ নিয়েছি।

আপনারা জানেন, বিএনপি-জামাত জোট সরকারের আমলে হজ ব্যবস্থাপনায় চরম দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনা ছিল। জোট সরকার হাজীদের দুর্দশা লাঘবে কোন উদ্যোগ নেয়নি।

২০০৯ সালে সরকার গঠন করে প্রথমেই হজ ব্যবস্থাপনায় অতীতের সব অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলা দূর করে সম্মানিত হজযাত্রীদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা উপহার দিয়েছি।

হজ উইং এর অফিস জেদ্দা হতে মক্কাস্থ বাংলাদেশ হজ মিশনে স্থানান্তর করি। মক্কার হজ মিশনকে শক্তিশালী করেছি।

আমরা ২০১০ সালে গৃহীত জাতীয় হজ নীতিকে আরও যুগোপযোগী ও তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর করে 'জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি-২০১৬' প্রণয়ন করেছি। এই নীতির আলোকেই বর্তমানে হজ ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হচ্ছে।

সম্মানিত হজযাত্রীগণ,

আমরা তথ্য-প্রযুক্তির সর্বোচ্চ প্রয়োগ নিশ্চিত করে ডিজিটাল হজ ব্যবস্থাপনার সূচনা করেছি।

হজ বিষয়ক ওয়েব পোর্টাল www.hajj.gov.bd তে ক্লিক করলেই আপনারা সকল তথ্য পাচ্ছেন। হজ নিয়ে মোবাইল অ্যাপস চালু করা হয়েছে। মোবাইলে এসএমএস এর মাধ্যমেও প্রত্যাশিত তথ্য পাচ্ছেন।

আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে দেশ-বিদেশ থেকে হজযাত্রীদের আত্মীয়-স্বজনগণ হাজীদের অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারছেন। হজযাত্রীগণ তাদের ভিসা, পাসপোর্ট, আবাসন, মেডিকেল সুবিধা, সৌদি আরব গমন, প্রত্যাগমন ইত্যাদি বিষয়ে সহজে সেবা গ্রহণ করতে পারছেন।

আমরা হজযাত্রীদের রেজিস্ট্রেশন ডিজিটাইজ করেছি। বছরব্যাপী রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম উন্মুক্ত করেছি।

বাস্তবতার আলোকে ও সৌদি ই-হজ সিস্টেমের সাথে সমন্বয়ের জন্য প্রাক-নিবন্ধন ব্যবস্থা চালু করেছি। আগে হজ প্যাকেজের সম্পূর্ণ টাকা জমা দিয়েও অনেক সময় প্রতারিত হতে হতো, প্রাক নিবন্ধন প্রক্রিয়া চালুর ফলে প্রতারণা বন্ধ হয়েছে।

অনলাইন সুবিধা ব্যবহার করে হজযাত্রীগণ হজের প্রাক-নিবন্ধন ও নিবন্ধন দ্রুততার সাথে করতে পারছেন। ফলে হজ আবেদন প্রক্রিয়া এখন সম্পূর্ণ স্বচ্ছ।

আমাদের অধিকাংশ হজযাত্রীরা জেদ্দা হজ টার্মিনালে অবতরণ করে থাকেন। সরকার জেদ্দা হজ টার্মিনালে প্লাজা ভাড়া নিয়েছে। এতে প্রশাসনিক, চিকিৎসা ও আইটি সেবাসহ বিভিন্ন প্রয়োজনে হজ যাত্রীরা সেবা ও সুবিধা পাচ্ছেন।

উপস্থিত হজযাত্রীগণ,

বিএনপি-জামাত জোট আমলে হাজীদের বাড়ি ভাড়া নিয়ে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতি হয়েছে। দূরবর্তী, পুরাতন ও পাহাড়ের উপর বাড়ি ভাড়া করা হত। এমনকি হজযাত্রীদের পরিবহনের ক্ষেত্রেও ছিল দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলা।

আমরা সব অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা দূর করে হজযাত্রীদের জন্য উন্নতমানের আবাসনের ব্যবস্থা করেছি। মক্কা ও মদিনায় হজযাত্রীদের জন্য ভালো মানের বাড়িভাড়া করা হচ্ছে।

এছাড়া বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীরা যাতে কোন হয়রানির শিকার না হন সেজন্য মক্কা, মদিনায় সার্বক্ষণিক তদারকির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আমাদের সরকারের সময়ে এই হজ ক্যাম্পের আধুনিকায়ন করে প্রয়োজনীয় সকল সুবিধা হাজীদের প্রদান করা হচ্ছে। চারটি লিফট স্থাপন করা হয়েছে। মেডিকেল টিমে ডাক্তার ও নার্সের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছি। হজ ক্যাম্পের অফিসিয়াল এলাকায় সেন্ট্রাল এসি স্থাপন করা হয়েছে।

বেসরকারি হজ এজেন্সি এবং তাদের সংগঠন হাব (HAAB) কে সুসংগঠিত করা হয়েছে। আমরা হজে অব্যবস্থাপনার অভিযোগে অভিযুক্ত হজ এজেন্সিগুলোকে আইনের আওতায় এনে শাস্তি প্রদান করেছি। কোন ব্যত্যয় হলে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা নিচ্ছি।

গত সাড়ে আট বছরে আমাদের বহুমাত্রিক পদক্ষেপ ও কর্মকান্ডর মাধ্যমে হাজীদের সর্বোচ্চ সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করেছি।

হজ ব্যবস্থাপনায় যে গুণগত পরিবর্তন করেছি তা দেশে-বিদেশে ব্যাপক প্রশংসা লাভ করেছে। হজ ব্যবস্থাপনার উন্নতি ভবিষ্যততেও চলমান রাখবো।

আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি, আগামীতেও হজ ব্যবস্থাপনায় সফলতার ধারা অব্যাহত থাকবে।

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ,

১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর গণপরিষদে দেয়া ভাষণে জাতির পিতা বলেছিলেন, ‘পবিত্র ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা চলবে না।’

আওয়ামী লীগ কখনই ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করেনি। আওয়ামী লীগ সরকার সবসময় ইসলামের পৃষ্ঠপোষকতা করেছে।

জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যার পর অবৈধ সেনা শাসকরা ক্ষমতায় টিকে থাকতে বারবার ধর্মকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে।

জিয়া বঙ্গবন্ধুর খুনীদের দূতাবাসে চাকুরি দিয়েছে। যুদ্ধাপরাধীদের পুনর্বাসিত করেছে। ইনডেমিনিটি অধ্যাদেশ জারি করেছে। হাজীদের জন্য বঙ্গবন্ধুর কেনা জাহাজ হিযবুল বাহারে ভ্রমণের নামে ছাত্রদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছে।

যুদ্ধাপরাধীদের রক্ষায় বিএনপি-জামাত দিনের পর দিন দেশে সহিংসতা চালিয়েছে। দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে ও পরে পেট্রোল বোমায় ১৬৫ জন নিরীহ মানুষ হত্যা করেছে। জাতীয় মসজিদ বাইতুল মোকাররমে আগুন লাগিয়েছে, হাজার হাজার কোরআন শরীফ পুড়িয়েছে। নির্বাচনের দিন ৫৮২টি স্কুল-মাদ্রাসা আগুনে পুড়িয়েছে।

২০১৫ সালেও বিএনপি জামাত ২৩১ জন মানুষকে হত্যা করেছে। ৩ হাজার ৩৬ মানুষকে আগুনে ঝলসে দিয়েছে।

এই বিএনপিই আবার মানবতার শত্রু জঙ্গিদের পক্ষ নিয়েছে। ঘৃণ্য জঙ্গিরা নিহত হলে তাদের জন্য মায়াকান্না করছে। অথচ মা-বাবাও জঙ্গি সন্তানের লাশ নিতে চায় না।

ইসলাম জঙ্গিবাদ ও মানুষ হত্যা সর্মথন করে না।

মহান আল্লাহতায়ালা হলেন শেষ বিচারের মালিক। যারা মানুষ পুড়িয়ে মারে তারা প্রকৃত মুসলমান হতে পারে না।

সবাইকে জঙ্গি মদদদাতাদের প্রত্যাখ্যান করতে হবে। নিরীহ মানুষ হত্যাকারীদের বিচার হবেই।

সুধিবৃন্দ,

পবিত্র ধর্ম ইসলাম শান্তি ও মানবতার ধর্ম। ইসলামে সৌর্হাদ্য ও ভ্রাতৃত্বের কথা বলা হয়েছে। নবী করীম (সাঃ) শান্তি ও মানবতার কথা বলেছেন।

আমরা শান্তিপ্রিয় জাতি। আমাদের হাজার বছরের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ঐতিহ্য রয়েছে।

কোন গোষ্ঠী বা দলকে আমাদের অসাম্প্রদায়িক চেতনা ধ্বংস করতে দিবো না।

ইসলামের পবিত্রতা রক্ষা ও দেশে শান্তি বজায় রাখা আমাদের কর্তব্য।

সেজন্য ধর্মের অপব্যাখ্যা কারীদের বিরুদ্ধে আমরা শক্ত অবস্থান নিয়েছি।

ধর্ম নিয়ে রাজনীতি বন্ধ করতে হবে।

জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে দেশে জনসচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশে জঙ্গি-সন্ত্রাসীদের কোন স্থান হবে না। আমরা যেকোন মূল্যে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নির্মূল করবই।

সম্মানিত হাজী সাহেবান গণ,

আপনারা পবিত্র মাটিতে যাচ্ছেন হজ পালনের উদ্দেশ্যে। আপনারা দেশের জন্য দোয়া করবেন।

আমার জন্য দোয়া করবেন, যাতে জাতির পিতার স্বপ্নপূরণ করে বাংলাদেশকে ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, উন্নত, সমৃদ্ধ রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আপনাদের সকলের হজ কবুল করুন। সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি হজ কার্যক্রম-২০১৭ এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...